খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত কুষ্টিয়ায় গাছিরা

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলায় খেজুর রস সংগ্রহ ও রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরীতে ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। শীতের শুরু থেকেই বাড়ছে রসের চাহিদা। পাশাপাশি রস জ্বালিয়ে তৈরী করা গুড়ের চাহিদাও অনেক।

শীত মৌসুমে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে খেজুর রস দিয়ে তৈরি হয় হরেক রকমের পিঠা ও পায়েস।পাশাপাশি ভেজুরের গুড় দিয়ে তৈরী হয় নানান পিঠাপুলি।তাই বাণিজ্যিকভাবেও খেজুরের রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরীতে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে গাছিদের।

জেলার বাইরের গাছিরাও এসে কুষ্টিয়ায় রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করছে। সুস্বাদু এই খেজুরের রস আগুনে জ্বালিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড়। ফলে এসব গাছিদের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। খেজুর ও রস বিক্রি করেও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এখানকার গাছিরা।

আবহমান গ্রাম বাংলায় শীতের সকালে সূর্য মিটমিট করে আলো ছড়ানোর আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরীর দৃশ্য দেখতে। খেজুরের রস আহরণ শেষে হাঁড়িতে সংগৃহীত রস নিয়ে বড় চুলার কাছে ছুটে আসেন গাছীরা।এরপর টিনের বড় পাত্রে রস ঢেলে জ্বাল দিয়ে শুরু হয় গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। আস্তে আস্তে এসব রস শুকিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘন্টার ব্যাবধানে জ্বালানোর ফলে তৈরী হয় লাল গুড়।

গাছিরা জানায়, প্রতিদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই খেজুর গাছের সাদা অংশ পরিষ্কার করে ছোট-বড় মাটির কলস বেঁধে রাখা হয় রসের জন্য। এরপর ভোর থেকেই ওইসব গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। সকালের দিকে কেউবা রত কিনে নিয়ে যায়। আবার এই রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বিক্রি করে থাকেন তারা।

তবে ভেজালের ভীড়ে আসল খেজুরের গুড় পাওয়ায় যেন দায় হয়ে পড়েছে। এতোকিছুর ভীড়ের খাঁটি গুড়ের সন্ধ্যান মেলে কেবল সেসব গাছীদের কাছ থেকে খেজুর গুড় সংগ্রহ করার ফলে।

জানা গেছে- কুষ্টিয়ার সদর, দৌলতপুর এবং মিরপুর উপজেলার গ্রামগুলোতে খেজুর গাছের সংখ্য বেশি। এসব খেজুর গাছ থেকে রস

আহরণ ও গুড় তৈরি করে লাভবান হচ্ছেন গাছিরা। আবার বাড়তি লাভের আশায় এসব এলাকায় আসছেন অন্য জেলার গাছিরাও। খেজুর গুড় তৈরির পেশায় এখন বাড়তি আয়ে খুশি তারা।

কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়কের ধারে প্রায় দুইশ খেজুর গাছ লিজ নিয়েছেন। স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকায় শীতের ৪ মাসের জন্য খেজুর গাছগুলো লিজ নেওয়া হয়েছে। এসব গাছ থেকে ৪ জন মিলে প্রতিদিন রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করেন। এছাড়াও খেজুরের রসও বিক্রি করা হয়।তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় বিশ বছর ধরে এভাবে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করি। এরপর এসব রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করি।’

রাজশাহীর বাঘা থেকে থেকে আসা দুলাল জানান, এবছর কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকায় আড়াইশ গাছ লিজ নিয়ে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরী করে থাকে। তবে তার উৎপাদিত এই গুড় বিক্রিতে কোন ঝামেলা নেই।সকালের দিকে ক্রেতারা এসে নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়।তবে তিনি অভিযৈাগ করে বলেন, এলাকার কিছু খারাপ মানুষ থাকে তারা রাতের আধারে রস খেয়ে আবার হাড়ি ভেঙ্গে ফেলে রাখে। এতে করে আমাদের বছরে এক থেকে দেড়শ হাড়ি আবার নতুন করে কিনতে হয়।

নাটোরর সিংড়া থেকে আসা আলাউদ্দিন নামে আরেক গাছি জানান, শীত মৌসুমের শুরু থেকেই খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করা হয়। শীতের প্রায় চার মাস রস সংগ্রহ করা যায়। এই রস থেকে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে আমরা সংসার চালাই। তিনি আরও বলেন, ‘শীতের পিঠা ও পায়েসের জন্য খেজুরের রস ও গুড়ের বাড়তি চাহিদা রয়েছে।

স্থানীয় খেজুর রস ক্রেতা শিমুল জানান, ‘শীতের সকালে গাছ থেকে নামানো কাঁচা রসের স্বাদ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও জ্বাল দেওয়া রসের তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার অতুলনীয়।’ এখান থেকে রস কিনে বোতলে করে বাড়ীর জন্য নিয়ে যাচ্ছি বলেও জানান তিনি।

শারমিন আক্তার শিলা নামে এক গুড় ক্রেতা জানান, খাটি গুড় পাওয়ার আশায় এখানে আসলাম।রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরী করে কিনে নিলাম। আসলে বর্তমানে ভেজালের কারনে খাঁটি জিনিসের প্রাপ্যতা একটু মুশকিল হয়ে গেছে। তাই এখানে এসে গুড় কিনতে পেরে ভালো লাগছে।

সাংবাদিকতার পাশপাশি অনলাইনের মাধ্যমে খাঁটি খেজুরের গুড় বিক্রি করেন এসএম জামাল। তিনি বলেন, খাঁটি জিনিসের আলাদা স্বাদ এবং

বৈচিত্র্য আছে। আর শীতের সময় পিঠাপুলির অন্যতম উৎস খেজুরগুড় যদি খাঁটি হয় তাহলে তো আর কথায় নেই। তিনি বলেণ, কুষ্টিয়া শহরে আমার বেশ পরিচিতি।নকলের ভীড়ে আসল জিনিসই যখন অধরা থাকে। ঠিক সেসময় সংবাদের সুত্র ধরেই এই খাঁটি জিনিস প্রাপ্তির খোঁজে আমি ছুটে বেড়াই।শহরের মানুষের মধ্যে খাঁটি জিনিস পাওয়ার আকাঙ্খা অনেক। আমি সেগুলো মাত্র সংগ্রহ করে দিয়ে থাকি।সিজিনাল ফল থেকে শুরু করে এসব খাঁটি জিনিস সংগ্রহ করে মানুষের দ্বারপ্রাপন্তে পৌঁছে দিতে আমি নিরলসভাবে কাজ করি। তবে এজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কুষ্টিয়া শহরের হোম ডেলিভারী ছাড়াও ঢাকা ও চিটিগাং এই খেজুরের ঝোলাগুড় (লিকুইড) এবং পাঠালী গুড় পাঠানো হয়ে থাকে।

স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষক আলী হায়দার আলী জানান, খেজুরের বহুল ব্যবহার নিয়ে বর্ণনার শেষ নেই। রস দিয়ে নানা রকম পিঠা, পায়েস, গুড়, কুটির শিল্প, আয় ও কর্মসংস্থান হয়। সার্বিক বিবেচনায় খেজুর সমধিক গুরুত্ববহ একটি প্রজাতি।

কুষ্টিয়ার পরিবেশবীদ গৌতম কুমার বলেন, খেজুর পরিবেশবান্ধব, স্থানসাশ্রয়ী একটি বৃক্ষ প্রজাতি। এ প্রজাতি দুর্যোগ প্রতিরোধী বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। খেজুর রস ও গুড় বিক্রি করে খামারির আর্থিক লাভ ও স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশ সুপ্রাচীন। গ্রামীণ অর্থনীতি এবং মৌসুমি কর্মসংস্থানে খেজুর গাছের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে শীতকালে বাংলাদেশের সর্বত্রই খেজুর রস, খেজুর গুড় দারিদ্র্য বিমোচনসহ বাঙালি সাংস্কৃতিতে রসঘন আমেজ লক্ষ করা যায়।বাংলাদেশের মাটি ও কোমল প্রকৃতি খেজুর গাছ বেড়ে ওঠার জন্য বেশ উপযোগী। রাস্তা, বাঁধ, পুকুর পাড়, খেতের আইল এবং আবাদি জমিতে এ বৃক্ষ বেশ ভালো জন্মে।

১৫ দিনের মধ্যে শেষ হবে কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য

নির্মাণ

কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডের পাঁচ রাস্তা মোড়ে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শেষ হবে বলে জানিয়েছেন ভাস্কর মাহবুব জামাল শামীম।

গতকাল বুধবার এ প্রতিবেদকের সঙ্গে তার কথা হয় ভাস্কর্য নির্মাণ স্থলে। তিনি বলেন, যদি ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা না ঘটতো তবে অনেক আগেই এর নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হতো।

তিনি আরো বলেন, গত ৪ ডিসেম্বর নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের পর মামলার কারণে এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ভাস্কর্যস্থলে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করায় এর মেরামত ও নির্মাণ কাজ বেশ কয়েকদিন থেমে যায়।

ভাস্কর্যটি পাথর দ্বারা নির্মিত হওয়ার কারণে তা অনেকটা শক্ত হয়ে যায়। যে কারণে এটি সংস্কার কাজে বেশ সময় লেগে যায়। তার পরেও ভাস্কর শিল্পী আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর তিনটি ভাস্কর্য ও এর বেজমেন্টে যে কাজগুলো রয়েছে তা শেষ করার আশাব্যক্ত করেন।

সরেজমিনে গিয়ে আরো দেখা যায় যে, ভাস্কর শামীমের সহকারী হিসেবে কয়েকজন ভাস্কর কর্মী সকাল থেকে রাত অবধি এর নির্মাণ কাজ করে চলেছেন।

এ বিষয়ে জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম কাদেরী শাকিল বলেন, এ ভাস্কর্য নির্মাণ হলে আগামী প্রজন্ম যেমন বঙ্গবন্ধুকে চিনবে, তেমনি তারা জানতে পারবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশকে। এ ভাস্কর্যটি ভাঙচুরে আমাদের কুষ্টিয়াবাসীর কপালে একটি কালো দাগ একে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা, যার ক্ষত আমাদের অনেকদিন বয়ে বেড়াতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৪ ডিসেম্বর রাতের আঁধারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্যের ডান হাত, পুরো মুখমন্ডল ও বাঁ হাতের অংশ বিশেষ ভেঙে ফেলে দুর্বৃত্তরা। পরদিন কুষ্টিয়া পৌরসভার সচিব কামাল উদ্দীন কুষ্টিয়া মডেল থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেন।

বিষয়টি দৃষ্টি গোচর হলে শহরের বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেট চত্বর ও থানা মোড়ে আওয়ামী, জাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল ও মানববন্ধন করে। ক্ষোভে ফেঁটে পড়েন কুষ্টিয়ার সচেতন নাগরিক থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর মানুষ।

পরে সিসিটিভির ফুটেজের সাহায্যে ভাঙচুরে জড়িত দুই মাদ্রাসা ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে দুই ছাত্রকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগে একই মাদ্রাসার দুই শিক্ষককেও গ্রেফতার করে।

দুই ছাত্র হলেন, ইবনি মাসউদ মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র আবু বক্কর মিঠুন (১৯) এবং সবুজ ইসলাম ওরফে নাহিদ(২০)। দুই শিক্ষক হচ্ছেন, আল আমিন(২৭) এবং ইউসুফ আলী(২৬)। এরা সকলেই আদালতে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। বর্তমানে সকলেই কারাগারে রয়েছে।

কুষ্টিয়া পৌরসভার উদ্যোগে শহরের ব্যস্ততম পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্কর্য নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে গত বছর নভেম্বর মাসে। একই বেদিতে বঙ্গবন্ধুর তিন ধরণের তিনটি ভাষ্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই বেদিতে জাতীয় চার নেতার ভাষ্কর্যও থাকবে। দরপত্রের মাধ্যমে যশোরের ভাস্কর মাহবুব জামাল শামীম কার্যাদেশ পান। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩০ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া পৌরসভার মিলনায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মতিউর রহমান লাল্টু। এ সময় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ, সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদের সভাপতি প্রফেসর ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া ও অপরাজেয় বাংলার আহ্বায়ক এইচ রহমান মিলুসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পৃথিবীর বহু দেশে ভাস্কর্য রয়েছে। সেসব দেশে মুমিন মুসলমান আছে, আলেম সমাজ আছে। কিন্তু সেখানে ভাস্কর্য নিয়ে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশে এক শ্রেণির আলেম ভাস্কর্য নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাদের প্রতিহত করতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধের এবং আমাদের সংবিধানের চার মৌলিক নীতি ভুলন্ঠিত হবে।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করলেন হানিফ

সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চার কোন বিকল্প নেই।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে কুষ্টিয়াতে অত্যাধুনিক মানের শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পর কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমিকে ধরা হবে দ্বিতীয়

বৃহত্তম একাডেমি ভবন। এটি নির্মিত হলে জেলার সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে। জেলার কৃষ্টি-কালচারকে দেশ তথা বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, অবকাঠামোগতভাবে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিলো এটি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ ও কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভঙ্গুর অবকাঠামোর ভেতর দিয়েই জেলার সংস্কৃতিকে বিকশিত করার লক্ষে বৃহৎ পরিসরে এই শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসময় জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মো. আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী,

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবদুর রশীদ চৌধুরী, আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজহারুল আলম সুমন, কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকা সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকার পরেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অবস্থান হবে।

যেখান থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। এক একর জায়গার ওপর নির্মিত হবে এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই হবে সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা

একাডেমী ভবন।

ঝাড়ফুঁকের নামে নববধূকে ধর্ষণ করলো কবিরাজ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলায় নববধূকে ঝাড়ফুঁকের নামে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সিরাজুল ইসলাম (৪৪) নামে এক কবিরাজের বিরুদ্ধে। সোমবার (৪ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় কবিরাজের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ওই নববধূ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন। অভিযুক্ত সিরাজুল ইসলাম আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া গ্রামের মৃত আজিবর আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৫ মাস পূর্বে ঝিনাইদহের জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সোহাগপুর গ্রামের ১৬ বছরের কিশোরীর সঙ্গে একই থানার শিমুল নামে এক যুবকের বিয়ে হয়। বিয়ের পরদিন থেকেই ওই কিশোরীর মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সেই মানসিক সমস্যা সমাধানে ভৌতিক কারণ দেখিয়ে নববধূকে তার বোনের শ্বশুরবাড়ির এলাকায় ওই কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসার নামে একটানা ১৪ দিন এশার নামাজের পর একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটি না নেভা পর্যন্ত তাকে তার বিশেষ চিকিৎসাগৃহে ঝাড়ফুঁকের (চিকিৎসা) নামে নববধূর শ্লীলতাহানি করে আসছিল। অবশেষে ৪ জানুয়ারি রাত ৮টার দিকে কবিরাজ সিরাজুল ইসলাম তার বোনকে লবণ আনতে পাঠিয়ে ধর্ষণ করে ওই নববধূকে।

ঘটনার আধাঘণ্টা পর তার বোন লবণ নিয়ে আসলে ওই নববধূকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পান। সেখান থেকে তার বোন কান্নার কারণ জানতে চাইলে তাকে কোনো কিছু না বলে তার সঙ্গে বাড়িতে চলে আসেন। রাতে

ওই নববধূ তার বোনকে বিষয়টি খুলে বলেন। এই ধর্ষণের বিষয়টি কাউকে কিছু বললে কবিরাজির মাধ্যমে তাকে মেরে ফেলবেন বলে হুমকি দেয় কবিরাজ সিরাজুল।

বিষয়টি রাতারাতি ছড়িয়ে পড়লে আত্মরক্ষার্থে গা ঢাকা দেন সিরাজুল ইসলাম। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইবি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নববধূকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইবি থানায় নিয়ে আসেন।

এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তার ভাই জগত ডাক্তার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিবারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভণ্ড কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কঠোর শাস্তি দাবি করেন এলাকাবাসী।

ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছি। ভুক্তভোগী ওই নববধূ বাদী হয়ে থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। ওই নববধূর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট আসলেই ঘটনার সত্যতা জানা যাবে। অভিযুক্ত আসামিকে আটকের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষককে হত্যার হুমকি: ইবিতে সহকারী প্রক্টরকে পদ থেকে অব্যাহতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) এক শিক্ষককে হত্যার হুমকি দেয়ার ঘটনায় সহকারী প্রক্টর এম এম নাসিমুজ্জামানকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

গত শনিবার ভুক্তভোগী শিক্ষক আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলতাফ হোসেন প্রশাসন বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন।

জানা যায়, গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জেরে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভুক্তভোগী শিক্ষককে প্রথমে গালাগাল ও পরে হত্যার হুমকি দেন অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টর। এ সময় তিনি আঘাত করার উদ্দেশ্যে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসেন ও মাথা ফাটিয়ে খুন করার হুমকি দেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। পরে সেখানে উপস্থিত অন্য শিক্ষকরা তাকে নিবৃত করেন।

এ ঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ওইদিন বিকেলেই ইবি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। একইসাথে পরের দিন শনিবার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ উপাচার্য, প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন তিনি।

এ দিকে, সহকারী প্রক্টর কর্তৃক শিক্ষককে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে শাস্তি দাবি করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সেইসাথে অভিযুক্ত শিক্ষকের আবাসিকতা বাতিলের দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য আবাসিক শিক্ষক-কর্মকর্তারা। শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও প্রশাসনের সাথে দেখা করে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

এ বিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ বলেন, ভুক্তভোগী শিক্ষক আলতাফ হোসেনের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপাচার্য মহোদয় অভিযুক্ত শিক্ষককে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

কুষ্টিয়াতে খাবার পৌঁছে দেন রজনী অধিকারী

কায়দা করে ছাঁটা চুল। দুই হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটি নান্দনিক আংটি। পরনে জিনস আর টি-শার্ট। কুষ্টিয়া শহরে কেউ তাঁকে দেখে বিস্মিত হন। কেউবা মুগ্ধ। কারও কারও তো আবার তাঁর কাজ নিয়ে কৌতূহলের নেই। নাম তাঁর রজনী অধিকারী। কাজ করেন ফুড ডেলিভারিম্যান বা খাবার সরবরাহকারী হিসেবে। ঘরে বসে মুঠোফোনে খাবার

‘চাহিবামাত্র’ রেস্তোরাঁ থেকে তা-ই পৌঁছে দেন রজনী।

কুষ্টিয়া শহরে অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফুড পান্ডার একমাত্র নারী সরবরাহকারী রজনী অধিকারী। পুরো বাংলাদেশে ফুড পান্ডার নারী ফুড ডেলিভারিম্যান আছেন জনা সাতেক, তাঁদেরই একজন ১৯ বছরের রজনী। একসময় যেসব কাজ শুধু পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত ছিল, সেসব কাজ যে নারীরাও আনন্দ নিয়েই করছেন, রজনী তারই উদাহরণ।

রজনী শৈশব থেকেই সাহসী। নিজের পছন্দের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রজনী বলেন, বসে থাকতে ভালো লাগে না। কাজ করে নিজে আয় করি। ভালো আছি, যেমন কাজই হোক, তা করা লজ্জার না।

রোদ, বৃষ্টি, ঝড়—কিছুই বাধা নয় রজনীর কাজে। রোজ বের হন। কখনো বাইসাইকেলে, কখনোবা মোটরবাইকে ছোটেন কুষ্টিয়া শহরে। তাঁর পাশে বসে কুষ্টিয়া শহরের অলিগলি কিছুটা ঘুরে বুঝলাম, মোটরবাইক বেশ দক্ষতা নিয়ে চালান। বাতাসের গতিকেই হার মানায়। রজনী বলেন, ‘“পুরুষালি” পোশাক পরি বলে লোকজন একসময় কটু কথা বলত। তবে গা লাগাইনি। মা-বাবা আমার সব কাজে উৎসাহ দেন।’ রজনীরা দুই বোন। বড় বোন অন্তরা অধিকারী বিবাহিত।

বাবা অশোক অধিকারী আর মা অর্চনা অধিকারী। কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। রজনীর মোটরবাইকের পেছনে বসেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির নাম রবীন্দ্রনাথ ভিলা। দাদার নামে নাম বাড়ির। মূল ফটকের বাইরেই রজনীর কাকা সুজন কুমার অধিকারী দাঁড়িয়ে। কাকা আনন্দ নিয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন।

তিনি জানালেন, রজনী পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেন। বড়দের কথা শোনেন। বাড়ির কারও কিছু লাগলে দ্রুত নিয়ে আসেন। বাবা চাকরি করেন একটি ব্রিটিশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। মা পেশায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকের নার্স। মা-বাবার সহায়তায় রজনী এই পেশায় এসেছেন।

রজনী ২০১৮ সালে এসএসসি পাস করেছেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে। এখন ডিপ্লোমা করছেন কুষ্টিয়া আইডিয়াল পলিটেকনিক থেকে। পড়ার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা থেকেই এই কাজ করেন রজনী।

ফুড পান্ডার কুষ্টিয়া অফিসে বসে কথা হয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ফজলে রাব্বীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, রজনী সঠিক সময় ও বিনয়ের সঙ্গে কাজ করেন। এ ছাড়া তাঁর কাজের দক্ষতা বেশ। গত পাঁচ মাস খুব কম সময়ে তিনি ভালো কাজ করেছেন।

বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে মানববন্ধন করলেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নে কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে নির্মিত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদ।

মঙ্গলবার দুপুরে বাঘা যতীনের ভাস্কর্যের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৭ডিসেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে দুর্বৃত্তরা ভাস্কর্যটি ভাংচুর করে। এবং ১৯ ডিসেম্বর ভাস্কর্য ভাঙার মুলপরিকল্পনাকারী কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে থানা পুলিশ।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বিচারপতি সামছুদ্দিন মানিক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ও সাচিবের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, কুষ্টিয়া ডায়াবেটিস সমিতির সভাপতি মতিয়ার রহমান লাল্টু সহ অনেকে।

সবাইকে সাথে নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চান

হানিফ

সবাইকে সাথে নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, নিরাপদ দেশ ও জেলা গড়তে সবকিছু করা হবে।’এই নাগরিক কমিটি জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলাসহ সব বিষয়ে সচেতনতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। তারাই সমাজের মূল প্রতিনিধি। এই অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সবাই থাকবেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে।

উপস্থিত সবাইকে কুষ্টিয়ার প্রাণশক্তি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, ‘আপনাদের নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চাই। যেখানে কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা দলাদলি থাকবে না। নিরাপদ দেশ ও জেলা গড়তে সবকিছু করা হবে।’

সোমবার রাতে শহরের দিশা মিলনায়তনে কুষ্টিয়ার আগামীর উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে নাগরিক কমিটির অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

হানিফ বলেন, আপনারা কুষ্টিয়ার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায় থেকে যে পরামর্শ দিলেন আমি তা নোট করে রেখেছি। কুষ্টিয়ার উন্নয়নে আমার যে পরিকল্পনা আছে তার বাইরে আপনারা যে পরামর্শ দিলেন তা সমন্বয় করে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়া চিনিকল বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক চিনিকল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। পরিবেশগত কারণে মোহিনী মিল আর চালু করা সম্ভব হবে না, তবে সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টা করবো।আওয়ামীলীগের এই নেতা আরও বলেন, অরাজনৈতিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এগিয়ে আসলে সবার সমন্বয়ে উন্নয়ন কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এস এম মুসতানজিদকে আহ্বায়ক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আইন বিভাগের শিক্ষক সেলিম তোহাকে সদস্যসচিব করে এবং সভায় উপস্থিত সবাইকে সদস্য হিসেবে ঘোষণা করে নাগরিক কমিটির ঘোষণা করেন হানিফ।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, কবি, প্রাবন্ধিক, লেখক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অন্তত ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জেলার নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য দেন। সবার বক্তব্য শুনে হানিফ বলেন, জেলার উন্নয়নে আধুনিক মানের হাসপাতাল, ইংরেজি মাধ্যমের উন্নত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ যা যা করা প্রয়োজন, তার সবই করা হবে। তিনি নাগরিক কমিটিকে জেলার উন্নয়নের জন্য সব সময় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিভিন্ন স্থানে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সরকারি উদ্যোগে ৪০০ দুস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান।

এ সময় চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুর সার্বিক তত্বাবধায়নে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সাঈদ হাসানসহ উপস্থিত অতিথি বৃন্দ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহ সদর, সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ত্রিমোহনী ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থাটির সভাপতি জনাব ওমর ফারুক।

ওমর ফারুক বলেন, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা একটি সেবামূলক

প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন অসহায় ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা, অর্থ সহায়তা, রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি ও বই উপহার সহ নানারকম সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার কোষাধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাকন ভূঁইয়া, প্রচার বিষয়ক সম্পাদক, সোহেল রানা, রিয়াদ আহাম্মেদ সহ সংস্থার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জীবননগর অফিস জানায়, জীবননগর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌর সভার বিভিন্ন স্থানে ১০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আঃ সামাদ, শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি চাষী রমজান, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ ,

সদস্য মফিজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি তুহিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক লাবনী, সদস্য ঐশ্বর্য সাহা, মিম, ওমর ফারুক, রিয়াজ, সাদিয়া, তনু, রুবিনা স্বপ্নাসহ শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্যগণ।